

## কাদিয়ানি ১০১

Asif Adnan

February 11, 2019

2 MIN READ

কাদিয়ানিদের নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। এ ব্যাপারে একজন মুসলিম হিসেবে যা যা জানা দরকার সংক্ষেপে এভাবে লিস্ট করা যায় -

## ১) কাদিয়ানি কারা?

এরা মির্যা গোলাম নামের এক লোকের অনুসারী। ১৮৩৫ সালে ভারতের অমৃতসারের কাদিয়ানে তার জন্ম। এ লোক প্রথমে নিজেকে ইসলামের একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) দাবি করে। তারপর দাবি করে সে আল-মাহদী, তারপর দাবি করে সে ঈসা আলাইহিস সালাম। এবং শেষমেষ সে নিজেকে একজন নবী দাবি করে। সহজ ভাষায় মির্যা গোলাম এক ভন্ড নবী। আল্লাহর অভিষাপ তার ওপর এবং তার অনুসারীদের ওপর।

## ২) কাদিয়ানিরা কী বিশ্বাস করে?

তারা বিশ্বাস করে: মির্যা গোলাম নবী। তার কাছে জিব্রিল

আলাইহিস সালাম ওয়াহি নিয়ে আসতেন। মির্যার সহযোগীরা মর্যাদার দিকে দিয়ে সাহাবী রাশিয়াল্লাহু আনহুম এর মতো। এরা বিশ্বাস করে, যারা মির্যা গোলামকে নবী হিসেবে মানে না, তারা সবাই কাফির। বর্তমান সময়ে কোন জিহাদ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, এটা তারা মানে না।

৩) 'কই তারা তো বলে মির্যা গোলামকে তারা নবী মনে করে না, মাহদী এবং মসীহ মনে করে'?

এটা তাদের একটা স্ট্র্যাটিজি। এরা জানে যে সরাসরি এ কথা বললে কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করবে না। তাই তারা প্রথমে আপনাকে এধরনের কথাবার্তা বলবে। তারপর আস্তে আস্তে নিজেদের আক্ফিদা পুশ করবে। মিথ্যা, প্রতারণা এবং ধীরে ধীরে ইনফিলট্রেশান, শুরু থেকেই এদের মেথডোলজি ছিল। বর্তমানে এরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বিকৃত অনুবাদ ব্যবহার করে নিজেদের কুফর বিশ্বাসকে বৈধতা দিতে চায়।

৪) কাদিয়ানিরা কি মুসলিম?

কাদিয়ানিরা কাফির-যিন্দিক। কোন সন্দেহ ছাড়াই এরা কাফির। যেরকম ভন্ড নবী মুসাইলামা আল-কাযযাব এর

অনুসারীরা কাফির। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শেষ নবী মনে করে না, সে অবশ্যই কাফির।  
কাদিয়ানিরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত কোন ধারা না।  
কাদিয়ানিদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য কোন ফিকহি  
মাসআলা, কিংবা আক্বিদাহর সূক্ষ্ম ইস্যু নিয়ে না। তাদের সাথে  
আমাদের দ্বন্দ্ব সেই মানুষকে নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার চাইতে যিনি  
আমাদের কাছে প্রিয় - যিনি আমাদের তাওহিদ শিখিয়েছেন,  
যিনি আমাদের জন্য নিজের রক্ত ঝড়িয়েছেন। কাদিয়ানি  
কাফিরদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইস্যু কোন ছোট ইস্যু না।

৫) এরা উৎপত্তি কিভাবে হয় আর এদের এতো প্রভাব কেন?

কাদিয়ানিদের উত্থানের পেছনে ব্রিটিশ কলোনিয়ালদের সক্রিয়  
ভূমিকা ছিল। মির্যা গোলাম এক অর্থে ব্রিটিশদের এজেন্ট ছিল,  
এবং তার প্রচারিত প্রধান শিক্ষাগুলর একটা ছিল 'বর্তমান  
সময়ে কোন জিহাদ নেই। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা  
যাবে না।' শুরু থেকেই ব্রিটিশরা কাদিয়ানিদের পৃষ্ঠপোষকতা  
করে আসছে। পরবর্তীতে অ্যামেরিকানরাও এ লিস্টে যুক্ত  
হয়েছে। আজো এই বাদামী চামড়ার কাফিররা সাদা চামড়ার

কাফিরদের অত্যন্ত প্রিয়। এদের পক্ষে ব্রিটেন-অ্যামেরিকা থেকে নিয়মিত লবিয়িং করা হয়। আর এদের বাংলাদেশে শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। প্রাণ-আরএফএল কোম্পানি যেমন কাদিয়ানিদের কোম্পানি।

৬) এদেরকে কাদিয়ানি বলা উচিত নাকি আহমাদী?

তাদের কাদিয়ানি বলা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি নাম হল আহমাদ। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসম্মান করে, তাঁর আনা ওয়াহিকে অবিশ্বাস করে, তাঁর আনা দ্বীনকে পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে তাঁরই সম্মানিত নামে ডাকা কোন ভাবেই সমীচীন না।

৭) এদের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত?

এরা কাফিরদের মধ্যেও নিকৃষ্ট ধরণের কাফির। কারণ এরা মুসলিম হবার দাবি করে ইসলামকে বিকৃত করে, এবং ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ক্রুসেইডারদের পক্ষ হয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে। সব অর্থেই এরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির। আমাদের মনোভাব এ বাস্তবতার আলোকেই ঠিক করতে হবে।

মূলপাতা

## কাদিয়ানি ১০১

🕒 2 MIN READ

🍃 BY

Asif Adnan

📅 February 11, 2019

[chintaporadh.com/id/7893](https://chintaporadh.com/id/7893)